

বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলন – গঠনতন্ত্র

ধারা-১ : নাম

সংগঠনের নাম “বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলন” (Bangladesh Library Movement)।

ধারা-২ : প্রকৃতি

এটি একটি দলনিরপেক্ষ, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন। সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হবে না, কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেবে না। তবে জ্ঞান, পাঠাভ্যাস ও পাঠকের অধিকারের প্রশ্নে – যেমন বই নিষিদ্ধকরণ বা সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে, অথবা শিক্ষা ও পাঠাগার-সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির বিষয়ে গঠনমূলক মতামত প্রকাশে – সংগঠন তার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত নীতিগত অবস্থান থেকে সরবে না। এই অবস্থান দলীয় রাজনীতি নয়; এটি সংগঠনের অস্তিত্বের ভিত্তি। কোনো শাখা বা স্থানীয় পাঠাগার তার সংগ্রহ, কর্মসূচি বা পাঠকের অধিকার নিয়ে বাইরের কোনো চাপের মুখে পড়লে বিষয়টি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখিতভাবে জানাবে; কেন্দ্রীয় কমিটি ৭ দিনের মধ্যে অবস্থান নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষে প্রকাশ্য বক্তব্য দেবে। সংগঠনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়ার এখতিয়ার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে। একইভাবে, ঘোষণাপত্রের “আমাদের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার” অংশে বর্ণিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তিন প্রতিশ্রুতি ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতির প্রতি অঙ্গীকার – ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত অর্থে – কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য নয় এবং দলনিরপেক্ষতার পরিপন্থী নয়।

ধারা-৩ : মূলমন্ত্র, স্লোগান, প্রতীক ও পতাকা

সংগঠনের মূলমন্ত্র: “পাঠ - প্রশ্ন - সাম্য - মুক্তি”। মূলমন্ত্রটি ধারা-৬-এ বর্ণিত ছয় মূলনীতির নির্যাস; এর প্রতিটি শব্দের অর্থ ঘোষণাপত্রের “মূলমন্ত্র” অংশে নির্ধারিত, এবং সেই অর্থের বাইরে কোনো দলীয় বা মতাদর্শিক ব্যাখ্যা সংগঠনের ওপর আরোপ করা যাবে না।

সংগঠনের স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হবে: “জ্ঞান হোক সবার – পাঠাগার হোক প্রতিটি জনপদে” এবং “বই হোক আলোর দিশারী, পাঠাগার হোক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।” কার্যনির্বাহী কমিটি মূলমন্ত্র ও মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন স্লোগান যোগ বা পরিবর্তন করতে পারবে; মূলমন্ত্র কেবল ধারা-৩২-এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনযোগ্য।

প্রতীক ও পতাকা: সংগঠনের প্রতীক “বই থেকে শিখা” – খোলা বইয়ের ভাঁজ থেকে উঠে আসা একটি শিখা; সংগঠনের পতাকা খুঁটির দিকের গাঢ় সবুজ পাড়ে এই প্রতীক বহন করবে। প্রতীক ও পতাকার বর্ণনা, অনুমোদিত চিত্র, মাপ, রঙের মান ও ব্যবহারবিধি পরিশিষ্ট-খ-এ নির্ধারিত, যা এই গঠনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতীকের শিখা কখনো মশাল বা কোনো দলীয় প্রতীকের মতো করে আঁকা বা ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যবহারবিধি:

- কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি, মিছিল বা প্রচারে সংগঠনের নাম, মূলমন্ত্র, প্রতীক বা পতাকা ব্যবহার করা যাবে না (ধারা-২)।
- প্রতীক, পতাকা ও পরিশিষ্ট-খ পরিবর্তন করা যাবে ধারা-৩৩-এ বর্ণিত সাধারণ সংশোধন-প্রক্রিয়ায়।

ধারা-৪ : সংজ্ঞা

এই গঠনতন্ত্রে, প্রসঙ্গ ভিন্ন কিছু না বোঝালে –

- “ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য” বলতে বোঝাবে প্রতিষ্ঠাতা, আজীবন, সাধারণ ও ছাত্র সদস্য, যাঁদের চাঁদা হালনাগাদ (ধারা-৮-এ বর্ণিত বকেয়ার শর্তসাপেক্ষে)।
- “সাধারণ পরিষদ” বলতে বোঝাবে সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ (ধারা-১১): প্রতিনিধি-কাঠামো চালুর আগে সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের সমষ্টি, আর চালুর পরে শাখাগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদ (ধারা-১১ক)।
- “প্রতিনিধি-কাঠামো” বলতে বোঝাবে ধারা-১১ক-এ বর্ণিত দুই স্তরের ব্যবস্থা, যা ধারা-৩৫-এ বর্ণিত শর্তে চালু হবে।
- “শাখা সাধারণ সভা” বলতে বোঝাবে কোনো শাখার সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের সভা (ধারা-১৭)।
- “সর্বসদস্য ভোট” বলতে বোঝাবে সংগঠনের সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের মধ্যে শাখায় সরাসরি, ডাকযোগে বা নিরাপদ অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ভোট (ধারা-৩২ ও ৩৪)।
- “কার্যনির্বাহী কমিটি” বলতে বোঝাবে ধারা-১২-এ বর্ণিত কেন্দ্রীয় কমিটি; এই গঠনতন্ত্রে “কেন্দ্রীয় কমিটি” ও “কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি” একই অর্থে ব্যবহৃত।
- “পরিচালনা কমিটি” বলতে বোঝাবে কোনো শাখা বা স্থানীয় পাঠাগারের নির্বাচিত কমিটি (ধারা-১৭)।
- “সাধারণ সভা” বলতে বোঝাবে সাধারণ পরিষদের সভা – বার্ষিক, বিশেষ বা জরুরি (ধারা-১৬); “কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা” একই অর্থে। শাখার সভা বোঝাতে কেবল “শাখা সাধারণ সভা” ব্যবহৃত হবে।
- “বিধিমালা” বলতে বোঝাবে ধারা-৩৩ক অনুযায়ী প্রণীত সংগঠনের বিধিমালা, তার তফসিলসহ।
- “শাখা” বলতে বোঝাবে উপজেলা বা এলাকাভিত্তিক সাংগঠনিক ইউনিট।
- “স্থানীয় পাঠাগার” বলতে বোঝাবে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সেবাদানকারী একক পাঠাগার-কেন্দ্র।
- “স্বার্থের দ্বন্দ্ব” বলতে বোঝাবে এমন পরিস্থিতি, যেখানে কোনো সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের, পরিবারের বা তাঁর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত।
- “যুব সদস্য” বলতে বোঝাবে ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য (ধারা-৮ অনুযায়ী সদস্যপদের ন্যূনতম বয়স ১৬)।

ধারা-৫ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।
২. গ্রাম ও শহরে আধুনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন।
৩. বই পড়া, গবেষণা ও সৃজনশীল চিন্তার প্রসার।
৪. শিশু, কিশোর ও তরুণদের পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করা।
৫. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিস্তার।
৬. ডিজিটাল লাইব্রেরি, তথ্যসাক্ষরতা ও জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা।
৭. বইমেলা, পাঠচক্র, সেমিনার, কর্মশালা ও সাহিত্য উৎসবের আয়োজন।
৮. দুর্লভ বই, স্থানীয় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ; প্রতিটি জনপদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস – মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি – সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিশেষ অগ্রাধিকার (বিস্তারিত ধারা-২৩খ)।
৯. পাঠকের পড়ার স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা (বিস্তারিত ধারা-২৩ ও ২৩ক)।
১০. পাঠাগারকে ঘর ও কর্মস্থলের বাইরে মানুষের “তৃতীয় ঠিকানা” হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা ও স্থানীয় পাঠাগার সপ্তাহে একটি নির্ধারিত দিনে পাঠকের জন্য উন্মুক্ত সমাবেশ-কর্মসূচি (পাঠচক্র, আলোচনা, বিতর্ক বা সাংস্কৃতিক আয়োজন) নিয়মিতভাবে পরিচালনা করবে; ন্যূনতম মান বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।
১১. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়ে বোঝার দক্ষতা গড়ে তোলা, যাতে পাঠ্যবিষয় বুঝতে তাদের বাণিজ্যিক কোচিংয়ের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এ লক্ষ্যে শাখা ও স্থানীয় পাঠাগার নিরিবিলি পড়ার ঘর, অভিধান ও সহায়ক গ্রন্থ, সাবলীলভাবে পড়তে না পারা শিশুদের জন্য পাঠ-সহায়তা এবং সহপাঠী পাঠচক্র পরিচালনা করতে পারবে। এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে এবং দলগত ও মিশ্র-বয়সী ধরনে পরিচালনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; পাঠ্যবই পড়ানো বা পরীক্ষার প্রস্তুতি এর উদ্দেশ্য নয়। সংগঠনের কোনো কর্মসূচিতে কোনো শিক্ষার্থী বা পাঠকের ব্যক্তিগত মেধাতালিকা, নম্বর বা পড়ার পরিমাণভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হবে না (বিস্তারিত ধারা-২৬ক)। কোন ধরনের স্বীকৃতি এই নিষেধের আওতায় পড়বে না, তা বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।

ধারা-৬ : মূলনীতি

সংগঠনের মূলনীতি হলো “বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলনের ঘোষণাপত্র”-এ বর্ণিত ছয়টি মূলনীতি –

- (১) জ্ঞানচর্চা ও আজীবন শিক্ষার প্রসার,
- (২) নৈতিকতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা,
- (৩) মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ,

(৪) সবার জন্য পাঠাগার ও জ্ঞানপ্রাপ্তির সমান সুযোগ,

(৫) পাঠকের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অবাধ অধিকার,

(৬) স্থানীয় জ্ঞান, ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ – এবং ঘোষণাপত্রের “আমাদের সীমারেখা” অংশে বর্ণিত চারটি সীমারেখা (বিদ্বেষ মত নয়, হয়রানি প্রশ্ন নয়, নির্বাচন ও অপসারণ এক নয়, শিশুসুরক্ষা সেলসরশিপ নয়)।

ধারা-৩-এ বর্ণিত মূলমন্ত্র এই ছয় মূলনীতির নির্ধারক, আর ছয় মূলনীতি সেই মূলমন্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা। ঘোষণাপত্রটি এই গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট-ক হিসেবে সংযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে।

এই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের প্রক্ষেপে ঘোষণাপত্রের মূলনীতির আলোকে করা হবে। তবে সংগঠনের প্রশাসনিক, আর্থিক, নির্বাচনী ও শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রমে এই গঠনতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট বিধানই প্রযোজ্য হবে। এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ দেখা দিলে তা সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে নিষ্পত্তি হবে; কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো একক সদস্য বা পদাধিকারী একতরফাভাবে এই ব্যাখ্যা নির্ধারণ করতে পারবেন না। এই ধরনের বিরোধ পরবর্তী বার্ষিক সভা পর্যন্ত মূলতবি না রেখে, প্রয়োজনে ধারা-১৬-এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে।

ধারা-৭ : সদস্যপদ

সদস্যপদ নেওয়া হবে শাখায়; কোনো শাখার সদস্যই সংগঠনের সদস্য। একজন ব্যক্তি একসঙ্গে একটিমাত্র শাখার সদস্য থাকতে পারবেন। যে এলাকায় এখনও কোনো শাখা নেই, সেখানকার আগ্রহী ব্যক্তি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে সরাসরি সদস্যপদ নিতে পারবেন; প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সরাসরি সদস্যরা একটি পৃথক শাখা হিসেবে গণ্য হবেন (ধারা-১১ক)। নিকটবর্তী কোনো শাখা গঠিত হলে সদস্যের সম্মতিতে তাঁর সদস্যপদ সেই শাখায় স্থানান্তরিত হবে, সদস্যপদের মেয়াদ অক্ষুণ্ণ রেখে।

সংগঠনে নিম্নোক্ত শ্রেণির সদস্য থাকবে:

- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য – সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গ। বিশেষ কোনো ভোটাধিকার বা সুবিধা তাঁদের জন্য সংরক্ষিত নয়; এটি একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি মাত্র।
- আজীবন সদস্য – কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও সাধারণ সভায় অনুমোদিত একক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্যপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
- সাধারণ সদস্য – বার্ষিক চাঁদা প্রদানকারী সদস্য; সদস্যপদ প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।
- ছাত্র সদস্য – বৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্রধারী শিক্ষার্থী; হ্রাসকৃত চাঁদায় সদস্যপদ, বার্ষিক নবায়নযোগ্য।
- সম্মানসূচক সদস্য – বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে মনোনীত; ভোটাধিকারবিহীন।
- কিশোর পাঠক ফোরাম – ১৩-১৫ বছর বয়সী আগ্রহী কিশোর-কিশোরী; ভোটাধিকারবিহীন।

কিশোর পাঠক ফোরাম প্রতি বছর নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবে। এই

প্রতিনিধি প্রতিটি কার্যনির্বাহী সভার আলোচ্যসূচিতে একটি নির্ধারিত অংশে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং মতামত দেবেন, যদিও ভোটাধিকার থাকবে না। যুব বিষয়ক সম্পাদক এই প্রতিনিধির সঙ্গে কমিটির আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী কেউ চাইলে সরাসরি ছাত্র বা সাধারণ সদস্য হিসেবে ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যপদ নিতে পারবেন – বয়সভিত্তিক এই দুই শ্রেণির মধ্যে কোনো ওভারল্যাপ থাকবে না।

কিশোর পাঠক ফোরামের বয়সে পৌঁছায়নি এমন শিশু পাঠকদের মত শোনার জন্য প্রতিটি শাখা নিয়মিত শিশু পাঠক সভা আয়োজন করবে; বিস্তারিত বিধিমালায়।

ধারা-৮ : সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও সদস্যপদ প্রক্রিয়া

ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যপদের জন্য:

- ন্যূনতম ১৬ বছর বয়স।
- সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতির প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে।
- গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র মেনে চলার লিখিত অঙ্গীকার করতে হবে।

কিশোর পাঠক ফোরামের সদস্যপদের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৩ বছর, অভিভাবকের সম্মতিসহ।

সদস্যপদের জন্য লিখিত আবেদন সংশ্লিষ্ট শাখার পরিচালনা কমিটির কাছে (শাখা না থাকলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে) জমা দিতে হবে; কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবে। আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে। শাখার প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আবেদনকারী ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাধারণ সভায় আপিল করতে পারবেন। প্রতিটি শাখা প্রতি তিন মাসে তার হালনাগাদ সদস্য-তালিকা, ধারা-২৩-এ বর্ণিত সীমিত তথ্যসহ, কেন্দ্রীয় কমিটিকে পাঠাবে। কোনো সদস্যের চাঁদা ৬ মাসের বেশি বকেয়া থাকলে তাঁর ভোটাধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে, বকেয়া পরিশোধে পুনর্বহাল হবে। আজীবন সদস্য সব সময় চাঁদা হালনাগাদ বলে গণ্য হবেন; প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের চাঁদার দায় তাঁর সাধারণ, ছাত্র বা আজীবন সদস্যপদ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

চাঁদা মওকুফ: আর্থিক সামর্থ্য নেই এমন কোনো ব্যক্তির আবেদনে শাখার পরিচালনা কমিটি (শাখা না থাকলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি) তাঁর চাঁদা আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ করতে পারবে। মওকুফপ্রাপ্ত সদস্য চাঁদা হালনাগাদ বলে গণ্য হবেন এবং ভোটাধিকারসহ সব অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। আবেদন ও সিদ্ধান্ত গোপন থাকবে; মওকুফের মেয়াদ, প্রতিবেদন ও যাচাইয়ের নিয়ম বিধিমালায়।

ধারা-৯ : সদস্যের অধিকার

- ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার।
- সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- মতামত ও প্রস্তাব উপস্থাপন এবং তার লিখিত জবাব পাওয়ার অধিকার।
- নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার অধিকার।

সম্মানসূচক সদস্য ও কিশোর পাঠক ফোরামের সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে না; তাঁরা মতামত

উপস্থাপনের অধিকার রাখবেন।

ধারা-১০ : সদস্যের দায়িত্ব

- গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র মেনে চলা।
- পাঠাগার ও বই সংরক্ষণে সচেতন থাকা।
- নিয়মিত সদস্য চাঁদা প্রদান (সম্মানসূচক ও কিশোর সদস্য ব্যতীত)।
- সংগঠনের নামে মিথ্যা তথ্য প্রচার, বিদ্বেষমূলক আচরণ বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকা।

একই সঙ্গে, সংগঠনের অনিয়ম, দুর্নীতি বা অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সং ও প্রমাণভিত্তিক সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি সদস্যের থাকবে, এবং এই ধরনের সমালোচনার জন্য কোনো সদস্যকে শাস্তি বা প্রতিশোধের সম্মুখীন করা যাবে না।

ধারা-১১ : সাধারণ পরিষদ

প্রতিনিধি-কাঠামো চালুর আগে সংগঠনের সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যকে নিয়ে, আর চালুর পরে ধারা-১১ক-এ বর্ণিত জাতীয় পরিষদ নিয়ে, সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ, যার ক্ষমতার মধ্যে থাকবে:

- কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন ও প্রয়োজনে অপসারণ – এককভাবে কোনো পদাধিকারীর ক্ষেত্রে ধারা-১৬-এ বর্ণিত অনাস্থা প্রক্রিয়ায়, অথবা সম্পূর্ণ কমিটির ক্ষেত্রে অন্তত এক-চতুর্থাংশ ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের লিখিত দাবিতে আহূত বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে। সম্পূর্ণ কমিটি অপসারিত হলে একই সভায় নির্বাচিত ৩ থেকে ৫ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক পরিষদ পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- বার্ষিক বাজেট ও নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন।
- বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ।
- গঠনতন্ত্র সংশোধন (ধারা-৩৩)।
- বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন (ধারা-৩৩ক)।
- শৃঙ্খলাজনিত আপিল নিষ্পত্তি (ধারা-২৯, ৩০ সাপেক্ষে)।
- সংগঠন বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত (ধারা-৩৪)।
- ধারা-৬-এ বর্ণিত ব্যাখ্যাগত বিরোধ নিষ্পত্তি।

ধারা-১১ক : জাতীয় পরিষদ ও প্রতিনিধি-কাঠামো

ধারা-৩৫-এ বর্ণিত শর্ত পূরণ হলে সংগঠন দুই স্তরে পরিচালিত হবে –

- **শাখা স্তর:** প্রতিটি শাখার শাখা সাধারণ সভা শাখার পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে এবং জাতীয় পরিষদে শাখার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে (ধারা-১৭)।

- **জাতীয় স্তর:** জাতীয় পরিষদ সাধারণ পরিষদের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবে (ধারা-১১), এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন আপিল বোর্ড, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি এবং সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ড নির্বাচন করবে।

প্রতিনিধি নির্বাচন –

- প্রতিটি শাখা তার ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের প্রতি পূর্ণ ২৫ জনে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে; তবে প্রতিটি শাখার অন্তত একজন প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্ধারিত হবে নির্বাচনের বছরের ১ জানুয়ারির হালনাগাদ সদস্য-তালিকার ভিত্তিতে, এবং এই গণনায় কেবল সেই সদস্যরা গণ্য হবেন যাদের সদস্যপদ ওই তারিখে অন্তত ছয় মাসের পুরোনো।
- কোনো একক শাখার প্রতিনিধি-সংখ্যা জাতীয় পরিষদের মোট প্রতিনিধির ১৫ শতাংশের বেশি হবে না; সীমা ছাড়া শাখাটির প্রতিনিধি-সংখ্যা সেই সীমায় নামিয়ে আনা হবে। গণনার পদ্ধতি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আগেভাগে প্রকাশ করবে।
- প্রতিনিধি-সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সদস্য-তালিকা ফোলানো রোধে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি বিধিমালায় নির্ধারিত শর্তে গোপনীয়ভাবে সদস্য-তালিকার নমুনা যাচাই করতে পারবে; ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি ধারা-২৯ অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।
- যে শাখার প্রতিনিধি দুই বা ততোধিক, তার প্রতিনিধিদলে অন্তত একজন নারী থাকবেন।
- প্রতিনিধির মেয়াদ ২ বছর, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদের সঙ্গে মিলিয়ে। শাখা সাধারণ সভা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কোনো প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে।
- ধারা-৭-এ বর্ণিত সরাসরি সদস্যরা একই হারে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন; এই নির্বাচন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করবে, প্রয়োজনে অনলাইনে।
- কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা পদাধিকারবলে জাতীয় পরিষদের সভায় অংশ নেবেন ও মত দেবেন, তবে কোনো শাখার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না হলে ভোট দেবেন না।

ব্যখ্যা-বিধান: প্রতিনিধি-কাঠামো চালুর পর এই গঠনতন্ত্রে সাধারণ পরিষদ, সাধারণ সভা ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন-সংক্রান্ত বিধানে (ধারা-১১, ১৫, ১৬, ৩০, ৩৩ ও ৩৩ক) “ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য” বলতে জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি বোঝাবে। তবে –

- ধারা-৩২ ও ৩৪-এ বর্ণিত সর্বসদস্য ভোট সব ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে;
- ধারা-৯ ও ১০-এ বর্ণিত অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যেক সদস্যের থাকবে;
- কেন্দ্রীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার (ধারা-১৫) প্রত্যেক যোগ্য সদস্যের থাকবে, প্রতিনিধি হোন বা না হোন।

ধারা-১২ : কার্যনির্বাহী কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটি ২১ সদস্যবিশিষ্ট (একটি বিজোড় সংখ্যা, যাতে ভোটাভুটিতে সমতা তৈরি না হয়) হবে। এতে থাকবে –

সভাপতি (১), সহ-সভাপতি (২), সাধারণ সম্পাদক (১), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২), সাংগঠনিক সম্পাদক (১), অর্থ সম্পাদক (১), দপ্তর সম্পাদক (১), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক (১), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক (১), পাঠাগার, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক (১), তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক (১), নারী বিষয়ক সম্পাদক (১), যুব বিষয়ক সম্পাদক (১), শিশু সুরক্ষা সম্পাদক (১), নির্বাহী সদস্য (৫)।

মোট: ১+২+১+২+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+৫ = ২১।

কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ কমপক্ষে ৭ জন) সদস্য নারী এবং অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (কমপক্ষে ৭ জন) সদস্য যুব সদস্য হতে হবে। একই ব্যক্তি একসঙ্গে উভয় কোটাতেই গণ্য হতে পারবেন (যেমন, ৩০ বছর বয়সী একজন নারী উভয় কোটা পূরণ করবেন)।

কোটা পূরণ: ভোটে নারী বা যুব সদস্যের ন্যূনতম সংখ্যা পূরণ না হলে বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাহী সদস্য পদে ঘাটতি পূরণ করা হবে; এরপরও ঘাটতি থাকলে তার কারণ ও প্রতিকার-পরিকল্পনা পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ঘাটতির কারণে কমিটির বৈধতা ক্ষুণ্ণ হবে না। মেয়াদকালে কোনো পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অস্থায়ীভাবে সহ-অপশন (co-option) করতে পারবে, পরবর্তী সাধারণ সভায় যার অনুমোদন নিতে হবে। সহ-অপশনের ফলে নারী বা যুব সদস্যের সংখ্যা ন্যূনতমের নিচে নামবে না। শিশু সুরক্ষা সম্পাদকের দায়িত্ব অন্য কোনো পদের সঙ্গে একত্রিত করা যাবে না – এই পদের স্বাধীনতা ও অগ্রাধিকার সব সময় অক্ষুণ্ণ থাকতে হবে।

প্রয়োজন অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য (যেমন: বইমেলা আয়োজন, তহবিল সংগ্রহ, প্রকাশনা) সাময়িক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে, যার সদস্য কমিটির বাইরের ব্যক্তিও হতে পারবেন।

নতুন গঠিত শাখা বা ছোট স্থানীয় পাঠাগারের ক্ষেত্রে সদস্য-সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে, ধারা-১৭ অনুযায়ী একটি সংক্ষিপ্ত কমিটি (ন্যূনতম সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক ও দুইজন নির্বাহী সদস্য – মোট ৫ জন, বিজোড় সংখ্যায়) দিয়ে যাত্রা শুরু করা যাবে, সদস্য-সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর দিকে সম্প্রসারিত হবে।

ধারা-১৩ : পদাধিকারীদের দায়িত্ব

- সভাপতি – সাধারণ ও কার্যনির্বাহী সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন। **জরুরি সিদ্ধান্ত:** যে বিষয়ে কার্যনির্বাহী সভা ডাকার সময় নেই এবং দেরি হলে সংগঠন, কোনো পাঠক বা শিশুর গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা আছে (যেমন দুর্ঘটনা, শিশু-সুরক্ষাজনিত ঝুঁকি, আইনি নোটিশের সময়সীমা বা ধারা-২-এ বর্ণিত বাইরের চাপ), সেখানে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই সিদ্ধান্ত ৭ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী সভায় (প্রয়োজনে অনলাইনে) অনুমোদন নিতে হবে; অনুমোদিত না হলে সিদ্ধান্তটি সেদিন থেকে বাতিল হবে। জরুরি ক্ষমতায় গঠনতন্ত্র, বাজেট বা কোনো সদস্যের অধিকার পরিবর্তন করা যাবে না, এবং ধারা-২০-এর ব্যয়সীমা অতিক্রম করা যাবে না। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নিষ্পত্তি হবে।

- **সাধারণ সম্পাদক** – দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, সভা আহ্বান করবেন, চুক্তি ও দলিলে সংগঠনের পক্ষে স্বাক্ষর করবেন (ধারা-২০-তে বর্ণিত সীমার মধ্যে), এবং কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন। সাধারণ সম্পাদক ধারাবাহিকভাবে ৩০ দিনের বেশি অনুপস্থিত বা অক্ষম থাকলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদের একজন (কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে মনোনীত) দায়িত্ব পালন করবেন।
- **অর্থ সম্পাদক** – হিসাব সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়নে সহায়তা এবং ধারা-২১-এ বর্ণিত ব্যাংক লেনদেনে অংশগ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন।
- **সাংগঠনিক সম্পাদক** – সদস্যপদ প্রক্রিয়া ও শাখা সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন এবং ধারা-২৯-এ বর্ণিত একাধিক অভিযোগ-গ্রহণকারীর একজন হিসেবে কাজ করবেন।
- **শিশু সুরক্ষা সম্পাদক** – ধারা-২৪-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৪ : মেয়াদ

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ২ বছর। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক – এই তিন শীর্ষ পদ মিলিয়ে কোনো ব্যক্তি পরপর সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ (৪ বছর) থাকতে পারবেন, একই পদে হোক বা পালাক্রমে ভিন্ন পদে; এরপর তিন শীর্ষ পদের কোনোটিতে ফিরতে হলে অন্তত এক মেয়াদ বিরতি আবশ্যিক। অর্থাৎ দুই মেয়াদ সভাপতি থাকার পর পরের মেয়াদেই সাধারণ সম্পাদক বা অর্থ সম্পাদক হওয়া যাবে না। সহ-অপশনের মাধ্যমে কোনো শীর্ষ পদে এক বছরের বেশি দায়িত্ব পালন এক মেয়াদ হিসেবে গণ্য হবে। এই সীমা শাখা ও স্থানীয় পাঠাগারের পরিচালনা কমিটির সংশ্লিষ্ট পদেও প্রযোজ্য।

ধারা-১৫ : নির্বাচন পদ্ধতি

কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ দিন আগে সাধারণ পরিষদের ভোটে গঠিত ৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে; কমিশনের সদস্যরা নিজেরা প্রার্থী হতে পারবেন না।

- ভোটার হওয়ার জন্য অন্তত ৬ মাসের সদস্যপদ ও হালনাগাদ চাঁদা, এবং প্রার্থী হওয়ার জন্য অন্তত ১ বছরের সদস্যপদ ও হালনাগাদ চাঁদা আবশ্যিক।
- ভোট হবে গোপন ব্যালটে, অথবা ধারা-১৬-এ বর্ণিত শর্তে অনলাইন/হাইব্রিড মাধ্যমে।
- ফলাফল নিয়ে আপত্তি প্রথমে কমিশনের কাছে জানাতে হবে। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আপিল যাবে সাধারণ পরিষদের ভোটে গঠিত ৩ সদস্যের স্বতন্ত্র নির্বাচন আপিল বোর্ডে, যার সদস্যরা কমিশনের সদস্য বা কোনো প্রার্থী হতে পারবেন না; এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।
- ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোনয়ন ও প্রত্যাহার, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমান ভোট, পুনর্গণনা ও আপত্তির সময়সীমা, দায়িত্ব হস্তান্তর এবং নির্বাচনী আচরণবিধি বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।

ধারা-১৬ : সভা, নোটিশ ও কোরাম

- বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ অন্তত ২১ দিন আগে, লিখিত আলোচ্যসূচিসহ, দিতে হবে। কোরাম হবে মোট ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ। কোরাম না হলে সভা অন্তত ৭ দিন পর পুনঃতফসিল করতে হবে; সেই মূলতবি সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যা-ই হোক কোরাম গণ্য হবে, তবে কেবল সাধারণ বিষয়ে – যেমন বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ, কর্মসূচি নিয়ে

আলোচনা ও পরামর্শমূলক প্রস্তাব।

- নিম্নোক্ত সংরক্ষিত সিদ্ধান্তে কোরাম কোনো অবস্থায় শিথিল হবে না; মোট ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশের অংশগ্রহণ (সরাসরি, অনলাইন বা হাইব্রিড মাধ্যমে) আবশ্যিক: গঠনতন্ত্র সংশোধন (ধারা-৩৩), বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন (ধারা-৩৩ক), বার্ষিক বাজেট ও নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন, কার্যনির্বাহী কমিটি বা কোনো পদাধিকারীর অপসারণ ও অনাস্থা, এবং বিলুপ্তি-সংক্রান্ত প্রস্তাব। ধারা-৩২ ও ৩৪-এর সর্বসদস্য ভোটে ওই ধারার নিজস্ব শর্ত প্রযোজ্য।
- মূলতবি সভাতেও কোরাম না হওয়ায় বার্ষিক বাজেট অনুমোদিত না হলে, নতুন বাজেট অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত আগের অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটের মাসিক গড় হারে কেবল নিয়মিত ব্যয় চলবে; কোনো নতুন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ অন্তত ৭ দিন আগে দিতে হবে।
- কার্যনির্বাহী সভা প্রতি মাসে অন্তত ১ বার অনুষ্ঠিত হবে; কোরাম হবে কমিটির অর্ধেক সদস্য।
- জরুরি সভা সভাপতির অনুমতিক্রমে, অথবা ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যদের অন্তত এক-চতুর্থাংশের লিখিত দাবিতে আহ্বান করতে হবে। লিখিত দাবি পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন; তিনি ব্যর্থ হলে দাবিদাতা সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত তিনজন সদস্য সভা আহ্বান করতে পারবেন।
- সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যদের অন্তত এক-চতুর্থাংশের লিখিত সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপন করা যাবে। কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য যেকোনো নির্বাচিত পদাধিকারীর বিরুদ্ধেও একই প্রক্রিয়ায় অনাস্থা আনা যাবে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য ঘোষিত হবে।
- যেকোনো সাধারণ সভা বা কার্যনির্বাহী সভা সরাসরি উপস্থিতিতে, অথবা ভার্চুয়াল/অনলাইন বা হাইব্রিড মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। অনলাইন মাধ্যমে সংযুক্ত সদস্যরাও কোরাম গণনা ও ভোটাভুটিতে সমান বৈধতায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে; সদস্যরা অনুরোধে কার্যবিবরণী দেখার অধিকার রাখবেন।

ধারা-১৭ : শাখা ও স্থানীয় পাঠাগার কাঠামো

উপজেলা বা এলাকাভিত্তিক শাখা এবং স্থানীয় পাঠাগার কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে গঠিত হবে। অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ১০ জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও একটি প্রস্তাবিত পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে; আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং আবেদনকারীরা কেন্দ্রীয় সাধারণ সভায় আপিল করতে পারবেন।

প্রতিটি শাখা বা স্থানীয় পাঠাগারের নিজস্ব নির্বাচিত পরিচালনা কমিটি থাকবে (ধারা-১২-এ বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয়, বিজোড় সংখ্যায়), যা নিজ পাঠাগারের সংগ্রহ, দৈনন্দিন কর্মসূচি ও স্থানীয় অর্থের ব্যয়-সিদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসিত থাকবে। তবে শিশু সুরক্ষা (ধারা-২৪), আর্থিক স্বচ্ছতা (ধারা-১৯-২১), বৈষম্যবিরোধিতা (ধারা-২৫), পাঠক ও সদস্যের গোপনীয়তা (ধারা-২৩), সংগ্রহনীতি ও বই

অপসারণ-সংক্রান্ত বিধান (ধারা-২৩ক), সংগ্রহে সম্মতি (ধারা-২৩খ), বাণিজ্যিক কোচিং থেকে স্বাতন্ত্র্য (ধারা-২৬ক), দলীয় পদ ও নেতৃত্বের বিধান (ধারা-২৬খ) এবং মূলনীতির (ধারা-৬) ন্যূনতম মান প্রতিটি শাখা ও স্থানীয় পাঠাগারে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে – এসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি তদারকি ও প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

শাখার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ শাখা সাধারণ সভা, যা শাখার সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য নিয়ে গঠিত। শাখা সাধারণ সভা বছরে অন্তত একবার বসবে; শাখার পরিচালনা কমিটি এবং জাতীয় পরিষদে শাখার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে (ধারা-১১ক), এবং শাখার বাজেট ও হিসাব অনুমোদন করবে। শাখার সভার নোটিশ, কোরাম, মূলতবি সভা ও সংরক্ষিত সিদ্ধান্তের নিয়ম ধারা-১৬ অনুযায়ী, শাখার সদস্য-সংখ্যার ভিত্তিতে, প্রযোজ্য হবে।

শাখায় প্রয়োগ: কেন্দ্রের জন্য লেখা নিম্নোক্ত বিধান শাখা ও স্থানীয় পাঠাগারে এভাবে প্রযোজ্য হবে –

- **কমিটির গঠন ও কোটা:** পরিচালনা কমিটি বিজোড় সংখ্যার হবে (ন্যূনতম ৫, ধারা-১২)। তাতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী ও এক-তৃতীয়াংশ যুব সদস্য থাকবেন; ৫ বা ৭ সদস্যের কমিটিতে অন্তত দুজন নারী ও দুজন যুব সদস্য। কোটা পূরণের পদ্ধতি ধারা-১২ অনুযায়ী।
- **সভা, নির্বাচন ও কিশোর পাঠক ফোরাম:** পরিচালনা কমিটির সভা, শাখার নির্বাচন পরিচালনা এবং শাখা পর্যায়ের কিশোর পাঠক ফোরাম বিধিমালা অনুযায়ী চলবে। শাখা নির্বাচন পরিচালনা করবে শাখা সাধারণ সভা কর্তৃক গঠিত, প্রার্থী নন এমন সদস্যদের নির্বাচন কমিটি; শাখা নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত আপিল যাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন আপিল বোর্ডে।

শাখা তার নিজস্ব কার্যক্রমের জন্য সংক্ষিপ্ত আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলি তৈরি করতে পারবে, যা এই গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। শাখা প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম ও আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেবে, যা কেন্দ্রীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে একীভূত (consolidated) থাকবে। কার্যক্রম-প্রতিবেদনে বিধিমালায় নির্ধারিত সূচক থাকবে, যা পাঠকের পরিচয় প্রকাশ না করে কেবল নামহীন গণনায় তৈরি হবে (ধারা-২৩); শিশুর পড়ার দক্ষতা যাচাই কেবল অভিভাবকের সম্মতিতে হবে, এবং তার ফল কোনো তুলনা বা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যবহার করা যাবে না (ধারা-৫(১১))। শাখার নিজস্ব হিসাব শাখা-পর্যায়ে নিরীক্ষিত হবে অথবা কেন্দ্রীয় বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে হতে পারবে। সদস্য চাঁদার কোনো অংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে হস্তান্তরিত হবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের (প্রশিক্ষণ, তদারকি, প্রকাশনা, নিরীক্ষা ও যোগাযোগ) অর্থ কেন্দ্র নিজে সংগ্রহ করবে, এবং ধারা-১৯-এর সব শর্ত ও সীমা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা ছাড়াই প্রযোজ্য হবে। কোনো শাখা চাইলে স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় তহবিলে অবদান রাখতে পারবে; এই অবদান কোনো সুবিধা, প্রতিনিধিত্ব বা ভোটাধিকারের শর্ত হবে না। সংগঠনের নাম, প্রতীক ও পতাকা ব্যবহারের অনুমতি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে থাকবে এবং ধারা-৩-এ বর্ণিত ব্যবহারবিধি মেনে চলতে হবে।

কোনো শাখা বা স্থানীয় পাঠাগার মূলনীতি, ঘোষণাপত্র বা এই গঠনতন্ত্রের ন্যূনতম মান লঙ্ঘন করলে কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নোক্ত ধাপে ব্যবস্থা নেবে –

- **লিখিত নোটিশ:** অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে শাখার পরিচালনা কমিটিকে লিখিত

নোটিশ দেওয়া হবে, এবং শাখা লিখিত জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবে।

- **সংশোধনের সুযোগ:** লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে শাখাকে প্রতিকারের যুক্তিসংগত সময় এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রের সহায়তা দেওয়া হবে।
- **ব্যবস্থা:** প্রতিকার না হলে কেন্দ্রীয় কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে শাখার পরিচালনা কমিটি স্থগিত করে শাখা সাধারণ সভা আহ্বানের মাধ্যমে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারবে। গুরুতর বা পুনরাবৃত্ত লঙ্ঘনে শাখার অনুমোদন প্রত্যাহারের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পাঠানো যাবে; অনুমোদন প্রত্যাহার কেবল সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে হবে।
- **তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা:** শিশু সুরক্ষা বা অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগে কেন্দ্রীয় কমিটি নোটিশের সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা ব্যাংক লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে। এই ব্যবস্থা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ইঙ্গিত নয়।
- **আপিল:** কেন্দ্রের যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাখা সাধারণ পরিষদে আপিল করতে পারবে।

প্রতিটি ধাপের সময়সীমা বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ধারা-২৯ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে। কোনো শাখা সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বা বিলুপ্ত হলে, তার অবশিষ্ট সম্পদ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ন্যস্ত হবে অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো স্থানীয় পাঠাগারে হস্তান্তরিত হবে।

ইতিমধ্যে সক্রিয় কোনো স্বতন্ত্র পাঠাগার বা পাঠাগার-উদ্যোগ এই আন্দোলনের অংশীদার হতে চাইলে, মূলনীতিতে সম্মতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে যুক্ত হতে পারবে, নিজস্ব স্বতন্ত্র বজায় রেখে। অংশীদার পাঠাগার নিজস্ব নাম, কমিটি, সংগ্রহ ও অর্থে স্বাধীন থাকবে; তবে অংশীদারির শর্ত হিসেবে শিশু সুরক্ষা (ধারা-২৪), চাপে উপকরণ না সরানো (ধারা-২৩ক) এবং শর্তযুক্ত অনুদান গ্রহণ না করার (ধারা-১৯) বিধান মানবে, এবং বছরে একবার সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম-প্রতিবেদন দেবে। এসব শর্ত লঙ্ঘিত হলে ওপরে বর্ণিত ধাপে অংশীদারি স্থগিত বা প্রত্যাহার করা যাবে; প্রত্যাহারের পর পাঠাগারটি সংগঠনের নাম, প্রতীক বা পতাকা ব্যবহার করতে পারবে না।

ধারা-১৮ : নিবন্ধিত কার্যালয় ও কার্যপরিধি

সংগঠনের নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে নির্ধারিত হবে এবং প্রয়োজনে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থানান্তরিত হতে পারবে, যা পরবর্তী সাধারণ সভায় জানাতে হবে। সংগঠনের কার্যপরিধি সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী।

ধারা-১৯ : অর্থের উৎস

- সদস্য চাঁদা
- অনুদান
- বইমেলা ও প্রকাশনা
- বৈধ দান ও সহযোগিতা
- অন্যান্য আইনসম্মত উৎস

সংগঠনের মূলনীতি, সংগ্রহ বা কার্যক্রমের ওপর কোনো প্রকার শর্ত আরোপকারী অনুদান বা সহায়তা গ্রহণ করা হবে না – তা সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তিগত যে-উৎস থেকেই আসুক।

কোনো একক উৎস (নগদ ও উপকরণ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একত্রে একক উৎস গণ্য করে, প্রতিশ্রুত নয় বরং প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে) থেকে কোনো এক অর্থবছরে মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশি গ্রহণ করা যাবে না। ব্যতিক্রম হিসেবে, কোনো বড় শর্তমুক্ত একক অনুদান (যেমন ভবন নির্মাণ বা জমি দান) এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে, তা সাধারণ পরিষদের উপস্থিতি ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অনুমোদনক্রমে গ্রহণ করা যাবে, শর্তে থাকবে যে অনুদানটি সম্পূর্ণ শর্তমুক্ত থাকতে হবে।

শাখার ক্ষেত্রে আয়ভিত্তিক শিথিলতা: যেসব শাখা বা স্থানীয় পাঠাগারের বার্ষিক মোট আয় সাধারণ পরিষদ নির্ধারিত সীমার নিচে (সীমাটি প্রতি দুই বছরে পর্যালোচনাযোগ্য), তাদের ক্ষেত্রে একক উৎসের এক-তৃতীয়াংশ সীমা প্রযোজ্য হবে না। তবে কোনো একক উৎস থেকে মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশি এলে উৎসের নাম ও পরিমাণ শাখার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে। শর্তমুক্ততার শর্ত সব শাখায়, সব অবস্থায় প্রযোজ্য।

বিনামূল্যে ব্যবহারের স্থান: মালিকানা হস্তান্তর ছাড়া পাঠাগারের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেওয়া ঘর, জমি বা স্থান আয় গণনার বাইরে থাকবে। তবে দাতার নাম ও ব্যবহারের মেয়াদ লিখিতভাবে নথিভুক্ত হবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হবে; এ ধরনের ব্যবস্থাও সংগ্রহ বা কার্যক্রমের ওপর কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না।

ধারা-২০ : বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা

কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি অর্থবছরের শুরুতে একটি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হবে। বাজেটের বাইরে কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো একক ব্যয় সংগঠনের বার্ষিক আয়ের ৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না, এবং এক অর্থবছরে এ ধরনের পূর্বানুমোদনহীন ব্যয়ের মোট পরিমাণ বার্ষিক আয়ের ১০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। পূর্বানুমোদনহীন প্রতিটি ব্যয় পরবর্তী কার্যনির্বাহী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। ক্রয়, নগদ অর্থ রাখা, ভ্রমণ ও সম্মানী এবং স্থায়ী সম্পদের তালিকা-সংক্রান্ত নিয়ম বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।

কোনো সিদ্ধান্তে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকলে (ধারা-৪ ও ২৬) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা আগেভাগে প্রকাশ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন – বিশেষত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

ধারা-২১ : ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক – এই তিনজনের মধ্যে যেকোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে, তবে এই দুইজনের একজন অবশ্যই অর্থ সম্পাদক অথবা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিকল্প আর্থিক কর্মকর্তা হতে হবে। একক স্বাক্ষরে কোনো লেনদেন করা যাবে না। প্রতিটি শাখা বা স্থানীয় পাঠাগারের নিজস্ব হিসাবেও অনুরূপ যৌথ-স্বাক্ষর নীতি

প্রযোজ্য হবে।

ধারা-২২ : হিসাব নিরীক্ষা

প্রতি অর্থবছরে (জুলাই-জুন) সংগঠনের হিসাব একজন স্বাধীন বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করা হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। নিরীক্ষিত হিসাব সাধারণ সভার ৩০ দিনের মধ্যে সংগঠনের ওয়েবসাইট বা প্রকাশ্য মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। শাখাগুলোর হিসাব কেন্দ্রীয় নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে একীভূত (consolidated) আকারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ধারা-১৯-এ বর্ণিত আয়-সীমার নিচের শাখা বা স্থানীয় পাঠাগার বহিঃনিরীক্ষকের বদলে বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করাতে পারবে; নিরীক্ষকেরা পরিচালনা কমিটির বাইরের হবেন, এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন শাখার সব সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় হিসাব সব অবস্থায় বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষিত হবে।

ধারা-২৩ : পাঠক ও সদস্যের গোপনীয়তা

সংগঠন পরিচালিত প্রতিটি পাঠাগার সব পাঠকের (বয়সনির্বিশেষে) গোপনীয়তা রক্ষা করবে। এ লক্ষ্যে –

- পাঠকের পাঠ-ইতিহাস, অনুসন্ধান বা ব্যক্তিগত তথ্য সর্বনিম্ন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে।
- কোন পাঠক কোন বই পড়েছেন, তা বই ফেরতের পর শনাক্তযোগ্যভাবে রাখা যাবে না; পাঠকের অন্যান্য তথ্য রাখার সর্বোচ্চ মেয়াদ বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।
- পাঠক নিজের সংরক্ষিত তথ্য দেখা বা সংশোধনের অনুরোধ জানাতে পারবেন।
- কোনো তৃতীয় পক্ষকে পাঠকের তথ্য প্রদান করা হবে না। কেবল আদালত বা আইনানুগ কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ পেলে, সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ সিদ্ধান্তে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিত করে, আদেশে যতটুকু চাওয়া হয়েছে কেবল ততটুকু তথ্য দেওয়া হবে। আইনে নিষেধ না থাকলে সংশ্লিষ্ট পাঠককে বিষয়টি জানানো হবে, এবং প্রতিটি এ ধরনের অনুরোধ নথিভুক্ত থাকবে।
- ডিজিটাল তথ্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় সংরক্ষিত হবে; কোনো তথ্য-লঙ্ঘন ঘটলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের যথাসম্ভব দ্রুত অবহিত করা হবে।

সদস্যের তথ্য: সদস্যের ব্যক্তিগত তথ্যও এই ধারার সুরক্ষা পাবে। এ লক্ষ্যে –

- সদস্যপদের জন্য কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সদস্যের পূর্ণ তথ্য কেবল সংশ্লিষ্ট শাখায় সীমিত কয়েকজন পদাধিকারীর কাছে থাকবে, আর কেন্দ্রে যাবে কেবল প্রতিনিধি-গণনা ও চাঁদার হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য; ঠিকানা, ফোন নম্বর বা মওকুফের তথ্য কেন্দ্রে যাবে না।
- সদস্য-তালিকা বা তার কোনো অংশ কোনো রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষকে, কিংবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দেওয়া যাবে না; আইনি আদেশের ক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত তৃতীয় পক্ষ-সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য।

- কে কোন তথ্য দেখতে পারবেন এবং সদস্যপদ শেষ হলে তথ্য কতদিন রাখা যাবে, তা বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।

ধারা-২৩ক : সংগ্রহনীতি ও পাঠ-উপকরণ নিয়ে আপত্তি

ঘোষণাপত্রের মূলনীতি ৫ ও তৃতীয় সীমারেখা (“নির্বাচন আর অপসারণ এক নয়”) কার্যকর করার জন্য –

- প্রতিটি শাখা ও স্থানীয় পাঠাগার একটি লিখিত ও প্রকাশ্য সংগ্রহনীতি গ্রহণ করবে, যেখানে কোন বিবেচনায় বই ও উপকরণ সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হবে তা উল্লেখ থাকবে। নীতিটি পাঠাগারে দৃশ্যমান স্থানে রাখা হবে।
- পরীক্ষাকেন্দ্রিক গাইড বই, নোট বই, সাজেশন ও মডেল টেস্ট-জাতীয় উপকরণ সংগ্রহ-ক্রয়ের অগ্রাধিকারে থাকবে না এবং শাখার তহবিল থেকে কেনা হবে না। এটি নির্বাচনের নীতি, অপসারণের নয়: দানসূত্রে পাওয়া বা আগে থেকে সংগ্রহে থাকা কোনো উপকরণ কেবল এই কারণে সরানো যাবে না।
- কোনো উপকরণ নিয়ে আপত্তি লিখিতভাবে জানাতে হবে, এবং নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপকরণটি সংগ্রহে ও পাঠকের নাগালে থাকবে। কোনো উপকরণ স্থায়ীভাবে সরানো যাবে কেবল পরিচালনা কমিটির কারণসহ লিখিত সিদ্ধান্তে, এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেকোনো সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপিল করতে পারবেন। আপত্তি নিষ্পত্তির ধাপ, সময়সীমা ও প্রতিবেদনের নিয়ম বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।
- মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত বা অর্থদাতার চাপে কোনো উপকরণ সংগ্রহ থেকে সরানো যাবে না। এ ধরনের চাপ এলে ধারা-২-এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাতে হবে।
- জীর্ণ বা ব্যবহারের অনুপযোগী বই প্রতিস্থাপন, একাধিক অনুলিপি হ্রাস এবং পুরোনো সংস্করণ হালনাগাদ করা সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনার অংশ; এই ধারার আওতায় তা “অপসারণ” গণ্য হবে না।

ধারা-২৩খ : স্থানীয় জ্ঞান ও মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহে সম্মতি

ঘোষণাপত্রের মূলনীতি ৬ ও চতুর্থ সীমারেখা (“সংরক্ষণ যেন কখনো আত্মসাতে পরিণত না হয়”) কার্যকর করার জন্য –

- স্থানীয় ইতিহাস, লোকসাহিত্য, মৌখিক ইতিহাস বা ব্যক্তিগত স্মৃতি সংগ্রহের আগে তথ্যদাতার লিখিত বা রেকর্ডকৃত সম্মতি নিতে হবে; সম্মতিতে উল্লেখ থাকবে উপকরণটি কোথায় সংরক্ষিত হবে ও কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- তথ্যদাতার নাম ও স্বীকৃতি সংরক্ষিত ও প্রকাশিত উপকরণে উল্লেখ থাকবে, যদি না তিনি নিজে নাম গোপন রাখতে চান।
- তথ্যদাতা যেকোনো সময় নিজের দেওয়া অংশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাহারের অনুরোধ করতে পারবেন; সেই অনুরোধ লিখিতভাবে নথিভুক্ত হবে ও কার্যকর করা হবে।
- সংগৃহীত উপকরণ সংশ্লিষ্ট পাঠাগারে সংরক্ষিত থাকবে এবং কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কমিটি-

সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবে না। সংগ্রহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে তথ্যদাতার পৃথক সম্মতি আবশ্যিক।

- শিশু বা কিশোরের কাছ থেকে সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি এবং ধারা-২৪-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধারা-২৪ : শিশু ও কিশোর সুরক্ষা

সংগঠন পরিচালিত প্রতিটি পাঠাগার শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে

- শিশুদের সঙ্গে কাজ করা প্রতিটি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক লিখিত আচরণবিধি মেনে চলবেন এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
- কোনো শিশুর সঙ্গে একান্তে, তদারকিবিহীন অবস্থায় কাজ না করার নীতি অনুসরণ করা হবে।
- শিশুদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করবেন এমন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের পরিচয় ও সুপারিশ যাচাই বাধ্যতামূলক। ১৮ বছরের কম বয়সী স্বেচ্ছাসেবক অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া, এবং একজন যাচাইকৃত প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থিতি ছাড়া, শিশুদের সঙ্গে কাজ করবেন না। যাচাইয়ের পদ্ধতি বিধিমালায় নির্ধারিত হবে।
- অভিভাবকের লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনো শিশু বা কিশোরের শনাক্তযোগ্য ছবি বা ভিডিও, পূর্ণ নাম বা বিদ্যালয়ের নাম সামাজিক মাধ্যম, পোস্টার বা প্রকাশনায় প্রকাশ করা যাবে না। সম্মতি থাকলেও শিশুর ঠিকানা বা যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। অভিভাবক সম্মতি প্রত্যাহার করলে প্রকাশিত উপকরণ যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিতে হবে।
- শিশু-নিপীড়ন বা অসদাচরণের যেকোনো অভিযোগ শিশু সুরক্ষা সম্পাদক, অথবা সভাপতি, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালিত একটি নিরাপদ ও গোপনীয় যোগাযোগ-মাধ্যমে জানানো যাবে – যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই এই পদগুলোর কারও অন্তর্ভুক্ত হলেও অভিযোগ জানানোর পথ বন্ধ না হয়।
- অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তদন্ত শুরুর অপেক্ষা না করেই, সংশ্লিষ্ট শিশুকে তাৎক্ষণিক ঝুঁকি থেকে সরানো, অভিভাবককে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানানোর মতো তাৎক্ষণিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা কারও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ইঙ্গিত নয়।
- অভিযোগ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ধারা-২৯-এ বর্ণিত তদন্ত প্রক্রিয়ার কাছে হস্তান্তরিত হবে। এই ধরনের সংবেদনশীল অভিযোগের আপিল সাধারণ সভায় নয়, বরং ধারা-৩০-এ বর্ণিত সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ডে নিষ্পত্তি হবে, যাতে ভুক্তভোগীর পরিচয় ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে।
- ধারা-২৩-এ বর্ণিত গোপনীয়তা-বিধানের অতিরিক্ত হিসেবে, অভিভাবক ছাড়া অন্য কারও কাছে শিশু-সদস্যের তথ্য প্রকাশ করা হবে না, আইনি বাধ্যবাধকতা ব্যতীত।

ধারা-২৫ : হয়রানি ও বৈষম্যবিরোধী নীতি

শিশু সুরক্ষার পাশাপাশি, সংগঠনের সব সদস্য, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের জন্য যৌন হয়রানি, বৈষম্য, ভয় দেখানো ও প্রতিশোধমূলক আচরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযোগ ধারা-২৪-এ বর্ণিত

একাধিক পথে জানানো যাবে এবং ধারা-২৯-এর প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হবে। অভিযোগকারী বা তথ্যদাতাকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ বা বৈষম্যের শিকার হতে দেওয়া হবে না।

ধারা-২৬ : স্বার্থের দ্বন্দ্ব

কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য এমন কোনো সিদ্ধান্তে ভোট দিতে পারবেন না, যেখানে তাঁর নিজের, পরিবারের বা তাঁর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বার্থ জড়িত। এই ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট আলোচনার আগেই লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং তা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই বিধান শাখা ও স্থানীয় পাঠাগারের পরিচালনা কমিটি, উপ-কমিটি এবং ধারা-১৫ ও ৩০-এ বর্ণিত কমিশন, কমিটি ও বোর্ডের সদস্যদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

ধারা-২৬ক : বাণিজ্যিক কোচিং ও টিউশন থেকে স্বাতন্ত্র্য

ঘোষণাপত্রের মূলনীতি ১ (“প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেখানে থেমে যায়, পাঠাগার সেখান থেকে শুরু হয়”), কর্মসূচি চ (“শিক্ষার্থীর সহায় পাঠাগার”) এবং ধারা-৫(১১) কার্যকর করার জন্য –

- সংগঠনের নাম, প্রতীক, পাঠাগারের স্থান বা সদস্য-তালিকা কোনো ফি-নির্ভর কোচিং, প্রাইভেট টিউশন, কিংবা গাইড বই ও সাজেশনের বিপণনে ব্যবহার করা যাবে না। পাঠাগার প্রাপ্তি কোনো ফি-নির্ভর পাঠদান চলবে না।
- ধারা-৫(১১)-এর আওতায় পরিচালিত পড়ার ঘর, পাঠ-সহায়তা ও সহপাঠী পাঠচক্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে। এসব কার্যক্রমে যুক্ত কোনো সদস্য বা স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে নিজের বা অন্যের কোচিং বা টিউশনে যেতে আহ্বান, উৎসাহ বা চাপ দিতে পারবেন না।
- কেন্দ্রীয় বা শাখা কমিটির কোনো পদাধিকারী, কিংবা ধারা-৫(১১)-এর কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো সদস্য বাণিজ্যিক কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে (মালিকানা, পরিচালনা বা পাঠদান) দায়িত্ব গ্রহণের সময় তা লিখিতভাবে ঘোষণা করবেন। এ-সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্তে ধারা-২৬ অনুযায়ী তিনি আলোচনা ও ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন।
- এই যুক্ততা নিজে কাউকে সদস্যপদ বা পদের জন্য অযোগ্য করবে না; উদ্দেশ্য স্বচ্ছতা, বর্জন নয়। তবে ঘোষণা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা এই ধারার লঙ্ঘন ধারা-২৯ অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-২৬খ : দলীয় পদ ও সংগঠনের নেতৃত্ব

ধারা-২-এ বর্ণিত দলনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য –

- কোনো রাজনৈতিক দল বা তার অঙ্গ, সহযোগী বা ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কোনো স্তরের কমিটির পদধারী ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটি কিংবা কোনো পরিচালনা কমিটির শীর্ষ পদে (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক) থাকতে পারবেন না। শীর্ষ পদে থাকা অবস্থায় কেউ দলীয় পদ গ্রহণ করলে তাঁর শীর্ষ পদ শূন্য হবে এবং ধারা-১২ অনুযায়ী পূরণ করা হবে।
- অন্য কোনো পদে থাকা ব্যক্তি, অথবা জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি (ধারা-১১ক), কোনো দলীয় পদে থাকলে দায়িত্ব গ্রহণের সময় তা লিখিতভাবে ঘোষণা করবেন; ঘোষণাটি সংশ্লিষ্ট কমিটির

কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

- জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো দলের মনোনয়নে বা দলীয় সমর্থনে প্রার্থী হলে কোনো পদাধিকারী মনোনয়নপত্র জমার দিন থেকে ফল ঘোষণা পর্যন্ত পদের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবেন।
- কোনো পদাধিকারী নির্বাচনী প্রচারে বা দলীয় কাজে সংগঠনের নাম, নিজের সাংগঠনিক পদবি, সদস্য-তালিকা বা কর্মসূচি ব্যবহার করতে পারবেন না।
- সাধারণ সদস্যপদে এই ধারা কোনো বাধা তৈরি করে না; উদ্দেশ্য দলীয় মানুষকে বাদ দেওয়া নয়, নেতৃত্বকে দলীয় পরিচয় থেকে আলাদা রাখা। ঘোষণা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা বা এই ধারার লঙ্ঘন ধারা-২৯ অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-২৭ : কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক

সংগঠন প্রয়োজন অনুযায়ী বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। নিয়োগের সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী কমিটি নেবে, সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশক্রমে। কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি লিখিত আচরণবিধি থাকবে, যা এই গঠনতন্ত্রের শিশু সুরক্ষা (ধারা-২৪) ও হয়রানি-বিরোধী (ধারা-২৫) বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ধারা-২৮ : পদত্যাগ ও দীর্ঘ অনুপস্থিতি

কোনো পদাধিকারী পদত্যাগ করতে চাইলে সাধারণ সম্পাদকের কাছে (সাধারণ সম্পাদক নিজে পদত্যাগ করলে সভাপতির কাছে) লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দেবেন, যা কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় গৃহীত হবে। কোনো পদাধিকারী পরপর তিনটি কার্যনির্বাহী সভায় যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য ঘোষিত হবে এবং ধারা-১২ অনুযায়ী সহ-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

ধারা-২৯ : শৃঙ্খলা

গঠনতন্ত্র বা সংগঠনের মূলনীতিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ সাংগঠনিক সম্পাদক, অথবা সভাপতি, অথবা ধারা-৩০-এ বর্ণিত স্থায়ী নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটির কাছে লিখিতভাবে দাখিল করা যাবে।

শাস্তিযোগ্য আচরণের মধ্যে থাকবে (উদাহরণস্বরূপ, সীমাবদ্ধ নয়): অর্থ আত্মসাৎ, হয়রানি বা বৈষম্য, সহিংসতা বা হুমকি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, সংগঠনের সম্পদ অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা, নির্বাচনে জালিয়াতি, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান। মূলনীতির ব্যাখ্যা নিয়ে সং মতপার্থক্য শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বা পদাধিকারী না হলে, কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ৩ সদস্যের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি (অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ কেউ এতে থাকবেন না) তদন্ত করবে, এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটি (স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত সদস্য বাদে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অভিযোগ কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে হলে, ধারা-৩০-এ বর্ণিত স্বতন্ত্র নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত করবে এবং একই কমিটি সিদ্ধান্তও দেবে – যেহেতু এই কমিটি ইতিমধ্যে

কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে স্বতন্ত্র ও নির্বাচিত। তদন্ত বিধিমালায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হবে; সময়সীমা পেরোলে বিলম্বের কারণ সাধারণ সভায় জানাতে হবে, এবং শিশু সুরক্ষা-সংক্রান্ত নয় এমন অভিযোগে আরোপিত সাময়িক অব্যাহতি প্রত্যাহার হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি লিখিত ও মৌখিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।

শাখা পর্যায়ে নিষ্পত্তি: শাখার এমন কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যিনি কেন্দ্রীয় বা শাখা কমিটির পদাধিকারী নন, প্রথমে সংশ্লিষ্ট শাখার পরিচালনা কমিটি একই প্রক্রিয়ায় (৩ সদস্যের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে) নিষ্পত্তি করবে; শাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে আপিল করা যাবে; কেন্দ্রীয় কমিটির আপিল-সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, তবে সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে সাধারণ সভায় আরও আপিল করা যাবে। শাখা কমিটির পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হবে। শিশু-নিপীড়ন, যৌন হয়রানি বা অন্য সংবেদনশীল অভিযোগ সব ক্ষেত্রে ধারা-২৪ ও ৩০-এর প্রক্রিয়ায় যাবে, শাখা পর্যায়ে নিষ্পত্তি হবে না।

গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে, তদন্ত চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিতে পারবে। এই সাময়িক অব্যাহতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ইঙ্গিত নয়, বরং তদন্তকালীন ঝুঁকি এড়ানোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মাত্র – নির্দোষ ধরে নেওয়ার নীতি সব সময় বহাল থাকবে।

উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তদাতা কর্তৃপক্ষ সতর্কীকরণ, সাময়িক বরখাস্ত বা সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সাধারণ শৃঙ্খলাজনিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সভায় আপিল করা যাবে। তবে ধারা-২৪-এ বর্ণিত শিশু-সুরক্ষা সংক্রান্ত বা অন্য কোনো সংবেদনশীল অভিযোগের আপিল সাধারণ সভায় না গিয়ে ধারা-৩০-এ বর্ণিত সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ডে নিষ্পত্তি হবে।

ধারা-৩০ : নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি এবং সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ড

সাধারণ পরিষদ প্রতি নির্বাচনী মেয়াদে একটি স্বতন্ত্র ৫ সদস্যের নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি নির্বাচিত করবে, যার সদস্যরা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে এই কমিটি তদন্ত করবে, যাতে প্রকৃত বা দৃশ্যমান স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিটির কাজ থেকে বিরত থাকবেন, কমিটির বাকি সদস্যরা তদন্ত করবেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ড। কমিটির একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে সাধারণ পরিষদ তিন সদস্যের একটি অস্থায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করবে।

শিশু-নিপীড়ন, যৌন হয়রানি বা অন্য কোনো সংবেদনশীল প্রকৃতির অভিযোগের চূড়ান্ত আপিল একটি পৃথক ৩ সদস্যের সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ডে নিষ্পত্তি হবে, যার সদস্যরা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং যতদূর সম্ভব শিশু সুরক্ষা বা সামাজিক কল্যাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হবেন। এই বোর্ডের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত ভুক্তভোগীর পরিচয় ও গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিচালিত হবে; বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

ধারা-৩১ : নিবন্ধন ও আইনি প্রতিনিধিত্ব

সংগঠন যথাযথ কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত হবে – যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তরে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে, অথবা সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ অনুযায়ী সোসাইটি হিসেবে – কার্যপরিধি ও আইনি পরামর্শ বিবেচনায় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে যেটি উপযুক্ত মনে হয়। বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নিবন্ধন নেওয়া হবে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে সংগঠনের আইনি প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবেন এবং আদালত বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ধারা-৩২ : সংরক্ষিত ধারা

নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তি এবং সাধারণ সংশোধন-প্রক্রিয়ায় (ধারা-৩৩) পরিবর্তনযোগ্য নয়:

- ধারা-২-এ বর্ণিত দলনিরপেক্ষতা ও সেন্সরশিপবিরোধী অবস্থান।
- ধারা-৩-এ বর্ণিত মূলমন্ত্র এবং ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত তার অর্থ।
- ঘোষণাপত্রের “আমাদের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার” অংশ – স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তিন প্রতিশ্রুতি, ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি এবং ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত তাদের অর্থ – ও তার দলনিরপেক্ষ চরিত্র (ধারা-২)।
- ধারা-৬-এ উল্লিখিত ঘোষণাপত্রের ছয়টি মূলনীতি এবং চারটি সীমারেখা।
- ধারা-২৩ক-এ বর্ণিত বিধান যে মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত বা অর্থদাতার চাপে কোনো উপকরণ সংগ্রহ থেকে সরানো যাবে না।
- ঘোষণাপত্রকে পরিশিষ্ট-ক হিসেবে সংযুক্ত রাখার বিধান।

এই ধারাগুলোর তালিকাভুক্ত বিষয়বস্তু পরিবর্তন বা বিলোপ করতে হলে –

- প্রস্তাবটি প্রথমে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভায়, উপস্থিত ও ভোটদানকারীদের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে, সর্বসদস্য ভোটে পাঠানোর জন্য গৃহীত হতে হবে।
- এরপর সংগঠনের সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের মধ্যে সর্বসদস্য ভোট হবে – শাখায় সরাসরি, ডাকযোগে বা নিরাপদ অনলাইন মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে।
- ভোট বৈধ হবে যদি মোট ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের অন্তত অর্ধেক ভোট দেন; প্রস্তাব গৃহীত হবে প্রদত্ত বৈধ ভোটের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ (৭৫ শতাংশ) সমর্থনে।
- প্রস্তাবটি ভোটের অন্তত ৯০ দিন আগে সব সদস্যকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

ভাষাগত পরিমার্জন: অর্থ অপরিবর্তিত রেখে কেবল ভাষার স্বচ্ছতা, বানান, পরিভাষা বা প্রতিশব্দ বদলানো (যেমন “সুবিচার” ও “ন্যায়বিচার”-এর মধ্যে একটি বেছে নেওয়া) ধারা-৩৩-এর সাধারণ প্রক্রিয়ায় করা যাবে। তবে নোটিশের মেয়াদের মধ্যে সাধারণ পরিষদের অন্তত ১০ শতাংশ ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য যদি লিখিতভাবে আপত্তি করেন যে প্রস্তাবিত পরিবর্তন অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাহলে প্রস্তাবটি এই ধারার পূর্ণ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হবে।

ধারা-৩৩ : গঠনতন্ত্র সংশোধন

ধারা-৩২-এ সংরক্ষিত অংশ ব্যতীত এই গঠনতন্ত্রের অন্যান্য ধারা সংশোধনের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা অন্তত ১০ শতাংশ ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের লিখিত সমর্থনে উত্থাপিত হতে পারবে। প্রস্তাব সাধারণ সভার অন্তত ৩০ দিন আগে সদস্যদের জানাতে হবে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে সংশোধনী গৃহীত হবে এবং সভায় ভিন্ন কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকলে অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই সভার কোরাম ধারা-১৬-এ বর্ণিত সংরক্ষিত সিদ্ধান্তের কোরাম, যা শিথিল হবে না। প্রতিনিধি-কাঠামো চালুর পর সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় পরিষদের অন্তত ১০ শতাংশ প্রতিনিধি অথবা মোট ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের অন্তত ৫ শতাংশের লিখিত সমর্থনেও উত্থাপিত হতে পারবে।

ধারা-৩৩ক : বিধিমালা

এই গঠনতন্ত্র কার্যকর করার জন্য সংগঠনের একটি বিধিমালা থাকবে। গঠনতন্ত্র নির্ধারণ করবে অধিকার, ক্ষমতা, সীমা ও ন্যূনতম মান; বিধিমালা নির্ধারণ করবে তা বাস্তবায়নের কার্যপদ্ধতি, সময়সীমা ও আর্থিক অঙ্ক।

- **প্রণয়ন ও সংশোধন:** বিধিমালা প্রণয়ন বা সংশোধনের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা অন্তত ১০ শতাংশ ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য উত্থাপন করতে পারবেন। প্রস্তাব সাধারণ সভার অন্তত ২১ দিন আগে সদস্যদের লিখিতভাবে জানাতে হবে, এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। এই সভার কোরাম ধারা-১৬-এ বর্ণিত সংরক্ষিত সিদ্ধান্তের কোরাম, যা শিথিল হবে না।
- **গঠনতন্ত্রের প্রাধান্য:** বিধিমালা এই গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না; বিরোধ দেখা দিলে গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাবে এবং বিধিমালার সাংঘর্ষিক অংশ সেই পরিমাণে অকার্যকর হবে।
- **সুরক্ষার নিম্নসীমা:** এই গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত কোনো অধিকার, সুরক্ষা বা ন্যূনতম মান বিধিমালার মাধ্যমে কমানো বা শিথিল করা যাবে না; বিধিমালা কেবল তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, অথবা আরও কঠোর করতে পারবে। ধারা-৩২-এর সংরক্ষিত বিষয়বস্তু বিধিমালার আওতার বাইরে।
- **অন্তর্বর্তী বিধি:** জরুরি প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অন্তর্বর্তী বিধি করতে পারবে, যা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদিত না হলে সেদিন থেকে বাতিল হবে। অন্তর্বর্তী বিধি কোনো আর্থিক সীমা বাড়াতে বা কোনো সুরক্ষা শিথিল করতে পারবে না।
- **শাখার নিয়মাবলি:** ধারা-১৭-এ বর্ণিত শাখার আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলি এই গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা – উভয়ের অধীন।
- **প্রকাশ:** হালনাগাদ বিধিমালা প্রতিটি শাখায় এবং সংগঠনের ওয়েবসাইট বা প্রকাশ্য মাধ্যমে সব সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে; প্রতিটি সংশোধনের তারিখ বিধিমালায় লিপিবদ্ধ থাকবে।
- **নিবন্ধন:** নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজন হলে বিধিমালা ও তার প্রতিটি সংশোধনী সেই কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে।

ধারা-৩৪ : সংগঠন বিলুপ্তি

সংগঠন বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারীদের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে সর্বসদস্য ভোটে পাঠানো হবে। ধারা-৩২-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত সেই ভোটে মোট ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্যের অন্তত অর্ধেক অংশ নিলে এবং প্রদত্ত বৈধ ভোটের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন দিলে বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। প্রস্তাবটি ভোটের অন্তত ৯০ দিন আগে সব সদস্যকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সাধারণ সভা ৩ থেকে ৫ সদস্যের একটি বিলুপ্তি কমিটি নির্বাচিত করবে, যারা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

- সংগঠনের সব দেনা ও দায় পরিশোধ।
- অবশিষ্ট সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ।
- সাংগঠনিক নথিপত্র অন্তত ৭ বছর সংরক্ষণ, প্রয়োজনে কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রেখে।
- অবশিষ্ট সম্পদ কোনো নিবন্ধিত, একই ধরনের উদ্দেশ্যসম্পন্ন জনকল্যাণমূলক পাঠাগার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর, যা কোনো ব্যক্তি বা কমিটি-সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে না।
- কোনো শাখা বা স্থানীয় পাঠাগার সক্রিয় থাকলে, তাদের সম্পদের বিষয়ে ধারা-১৭-এর বিধান অনুসরণ।

ধারা-৩৫ : উদ্বোধনী বিধান

এই গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। একই সভায় প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা সরাসরি গোপন ব্যালটে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবেন। ধারা-১৫-এ বর্ণিত প্রার্থীর ন্যূনতম ১ বছর সদস্যপদ এবং ভোটারের ন্যূনতম ৬ মাস সদস্যপদের শর্ত এই প্রথম নির্বাচনে প্রযোজ্য হবে না – তা কেবল দ্বিতীয় ও পরবর্তী নির্বাচন থেকে কার্যকর হবে। প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বছর মেয়াদ প্রতিষ্ঠাকালীন সভার তারিখ থেকে গণনা করা হবে। প্রথম কমিটি গঠনের সময় ধারা-১২-এ বর্ণিত ২১ জনের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো পূরণ করা সম্ভব না হলে, প্রতিষ্ঠাকালীন সভা অস্থায়ীভাবে একটি সংক্ষিপ্ত কমিটি (ধারা-১২-এ বর্ণিত ধরনে, বিজোড় সংখ্যায়) নির্বাচিত করতে পারবে, যা প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় সম্প্রসারিত হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কমিটি-সংখ্যা: প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুই বছর –

- নির্বাচন আপিল বোর্ডের (ধারা-১৫) কাজ নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি (ধারা-৩০) করবে; তবে যে কমিটি-সদস্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী বা নির্বাচন কমিশনের সদস্য, তিনি সেই আপিলে অংশ নেবেন না।
- সুরক্ষা ও নৈতিকতা আপিল বোর্ড (ধারা-৩০) স্থায়ীভাবে গঠিত না থাকলে, কোনো আপিল উঠলে কার্যনির্বাহী কমিটি শিশু সুরক্ষা বা সামাজিক কল্যাণে অভিজ্ঞ, সংগঠনের বাইরের

তিনজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং সাধারণ পরিষদ (প্রয়োজনে অনলাইন সভায়) তাঁদের নিয়ে একটি অস্থায়ী বোর্ড অনুমোদন করবে। অভিযুক্ত বা অভিযোগকারীর সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ এই বোর্ডে থাকবেন না, এবং বোর্ড কেবল সংশ্লিষ্ট আপিল নিষ্পত্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে।

প্রতিনিধি-কাঠামো চালু: অনুমোদিত শাখার সংখ্যা ১০ বা তার বেশি হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তা লিখিতভাবে ঘোষণা করবে, এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে শাখাগুলো ধারা-১১ক অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। প্রথম জাতীয় পরিষদের সভার দিন থেকে প্রতিনিধি-কাঠামো কার্যকর হবে; তার আগ পর্যন্ত সকল ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ কাজ করবে। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম সভায় নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাচন আহ্বান করতে পারবে, অথবা চলতি কার্যনির্বাহী কমিটিকে মেয়াদ পূর্ণ করতে দিতে পারবে। পরে শাখার সংখ্যা ১০-এর নিচে নামলেও প্রতিনিধি-কাঠামো বহাল থাকবে।

প্রথম বিধিমালা: প্রতিষ্ঠাকালীন সভা এই গঠনতন্ত্রের সঙ্গে প্রথম বিধিমালাও গ্রহণ করবে, যার তফসিলে প্রাথমিক আর্থিক অঙ্কগুলো (চাঁদা, আজীবন সদস্যপদের অর্থ, শাখার আয়-সীমা, ক্রেয়-সীমা ও নগদ রাখার সীমা) নির্ধারিত থাকবে। প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় কোনো অঙ্ক নির্ধারিত না হলে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তা নির্ধারণ করে সদস্যদের লিখিতভাবে জানাবে, যা প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হবে।

অঙ্গীকার

“আমরা বিশ্বাস করি – একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত একটি পাঠকসমাজ। তাই আমরা বই, পাঠাগার ও জ্ঞানচর্চার প্রসারে আজীবন কাজ করার অঙ্গীকার করছি।”

পরিশিষ্ট-ক: বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলনের ঘোষণাপত্র (পৃথক দলিল হিসেবে সংযুক্ত ও এই গঠনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ)।

বিধিমালা: বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলনের বিধিমালা (ধারা-৩৩ক; পৃথক দলিল)।

পরিশিষ্ট-খ: সংগঠনের প্রতীক ও পতাকা – বর্ণনা, অনুমোদিত চিত্র, মাপ, রঙের মান ও ব্যবহারবিধি (পৃথক দলিল হিসেবে সংযুক্ত ও এই গঠনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ) (গাঢ় সবুজ #1d5c45, গেরুয়া #c0651a, ক্রিম #fbf8f2, হালকা গেরুয়া #f3c79a)।